لُغَةُ القُرآن

আল-কুরআনের ভাষা

সংকলন

এস এম নাহিদ হাসান

সম্পাদনা

ইমরান হেলাল, রেদওয়ান মাহমুদ

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তার রসূলের প্রতি।

পার্থিব লাভ কিংবা আগ্রহ যেটাই হোকনা কেন মাতৃভাষার বাইরেও আমরা অনেক ভাষা শিখে থাকি। তবে এর মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয় যেহেতু আমরা এটা শিক্ষা করার লাভ সম্পর্কে অবগত নই অথবা তেমনভাবে চিন্তা করে দেখিনি। সেক্ষেত্রে আসুন আমরা প্রথমেই দেখি আরবী ভাষা শিখলে আমাদের কি ধরণের উপকার হতে পারে।

প্রথমটা অবশ্যই কুরআনকে বুঝতে পারা। মহান আল্লাহ কুরআনে যেখানে আরবী ভাষার উল্লেখ করেছেন সেখানে আরবী ভাষার মর্যাদা বর্ণনা করেননি বরং মূলত এটা বুঝিয়েছেন যে তোমাদের জানা আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। তিনি বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বোঝ। [৪৩-৩]

অন্যান্য কিতাবগুলোও স্ব স্ব নাবীর মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছে। ভাষাটা এখানে মুখ্য নয়। মুখ্য হল বার্তা বা সংবাদ যা মহান আল্লাহ তার বান্দাদের বোঝাতে চান। আরবীকে এজন্যই কুরআনের ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যেন আরববাসীরা তা বুঝতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এমনি ভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন। [৪২-৭]

তাহলে প্রশ্ন আসে যে অনারবরা যাদের ভাষা আরবী নয় তারা কিভাবে বুঝবে! উত্তর খুব সহজ তাদেরকে এটা শিখতে হবে। আর যেহেতু এই কাজটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই করতে হবে এজন্য মহান আল্লাহ এর শিক্ষাকে সহজ করেছেন। তিনি বারংবার কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। [৫৪: ১৭]

দ্বিতীয়ত, আরবী জানলে কুরআনের আয়াত বা হাদিস মুখস্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরুপ আমরা ক্বদরের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি লক্ষ্য করি,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [৯৭:১] وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ [৯৭:২] لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ [৯৭:৩]

প্রথম আয়াতে আমরা দেখছি "লাইলাতিল ক্বাদরি" পরের আয়াতগুলোতে "লাইলাতুল ক্বাদরি" । যারা আরবী জানেন না তারা মনে রাখেন এভাবে যে প্রথমে "লাইলাতিল" ও পরের দুটিতে "লাইলাতুল"। এমনিভাবে কুরআনে আপনি দেখবেন কোথাও মু'মিনুন আবার কোথাও মু'মিনিন। সাধারনভাবে মুখস্ত রাখা অনেক কষ্টসাধ্য কিন্তু আরবী জানা থাকলে বাক্যের গঠনই আপনাকে বলে দেবে কোথায় কি হবে।

তৃতীয়ত, কুরআন হাদিসের উপস্থাপন সহজ ও প্রাণবন্ত হবে যখন আপনি ভাষার প্রয়োগ ও প্রকাশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আরবী না জানলে আপনাকে আলাদা করে পুরো বাক্যের অর্থ মুখস্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্বিগুণ সময় ও শ্রম প্রয়োজন তেমনি আয়াত বা হাদিসের শব্দে শব্দে বিচরণ করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, কুরআনের অনেকগুলো অলৌকিকত্বের মধ্যে একটা হলো তার ভাষা। যেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, অন্তর দিয়ে দেখতে হয়। আরবী ভাষা বোঝা ব্যতীত এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কুরআনের অলঙ্কার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন এমন যে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন যে কেউ এর মত একটা সুরাও রচনা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। [২: ২৩]

মানুষ ও জ্বীন উভয়ে মিলেও কেন কুরআনের একটা সুরা রচনা করতে পারবে না? কি এমন গভীরতা এর মাঝে যেখানে কেউ কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে অবশ্যই আরবী জানতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা অনুবাদ কখনই আল্লাহর কালাম নয়। একটা ভাষার অনুবাদ কখনোই অনুবাদকৃত ভাষাকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একটি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে যদিও কবিতার ভাবার্থ বোঝা যায় কিন্তু কখনই কবিতার আসল স্বাদ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না।

সবকিছু বিবেচনায় মহান আল্লাহর কালামকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে হলে আরবী জানার বিকল্প নাই।

কৃতজ্ঞতাঃ

মূলত বইটির রচনা একটি সমন্বিত প্রয়াস যা গড়ে উঠেছে ডঃ ভি. আব্দুর রহীম এর Madina Book series, দারুস সালামের Learning Arabic Language of The Quran, করাচীর আল বুশরা পাবলিকেশন্সের Lisan-ul-Quran কে অনুসরণ করে। রেফারেন্স হিসেবে আরও ব্যবহৃত হয়েছে মাসুদ রাঙ্গিনওয়ালার Essential of quranic Arabic এবং ডঃ ফজলুর রহমান স্যারের "আরবী ব্যাকরণ", কাওয়ায়িদুল লুগাতিল আরাবিয়া ইত্যাদি।

রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে এতো বেশি লোক জড়িত হয়ে পড়েছে যে সবার নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব না! আমাদের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত সেই সকল ভাই ও বোনদেরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমরা আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শাইখ আব্দুল মতিন, ডঃ শাহরিয়ার সাদউল্লাহ, রেজা করিম, ইমরান হেলাল, রেদওয়ান মাহমুদ সহ সকল উস্তাদগনের। আর তাদের সাথে আমাদের সহপাঠী ও ছাত্র-ছাত্রীদের যাদের আলোচনা ও পরামর্শ সর্বদা প্রেরণার উৎস হয়েছে।

হে আল্লাহ! আপনি সকলের মেহনতকে কবুল করুন। আমীন।

পরামর্শ

- একটা বিষয় মনে রাখবো যে দিন শেষে আমরা নাহু সরফ আর বালাগাত কি সেটা জানতে চাই না। জানতে চাই কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। সুতরাং গ্রামার শেখার সময় আপনি যদি বিভিন্ন টার্মস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে ভুল করবেন। বরং উদাহরণ গুলোর দিকে মন দিন। তবে বইয়ের প্রথমদিকে উল্লেখিত কুরআন ও হাদিসের প্রতিটি শব্দের ব্যাকরণগত গঠন বোঝার দরকার নাই। কেবল আলোচিত বিষয়ের ব্যবহার দেখবো। কেননা একটা আয়াতে ব্যাকরণগত অনেক বিষয়ের সমন্বয় ঘটে যা প্রাথমিক পর্যায়ে বোঝা সম্ভব নয়।

- প্রথমবার পড়ার সময় প্রতিটি ধারণার ততটুকুই আপনি পড়বেন যতটুকু আপনার জন্য সহজ হয়। এমনকি যদি কোন নিয়ম কঠিন মনে হয় সেটা রেখে সামনে এগিয়ে যান। পুরো বই শেষ করে এবার আপনি ঐ ধারণা গুলো আবার দেখেন। দেখবেন সহজ হয়ে গেছে।

- অনেকসময় দেখা যায় আমরা অনেক বই বা কোর্স শেষ করি, বাক্য গঠনের অনেক নিয়ম শিখি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কুরআন পড়ে, শুনে বোঝা সম্ভব হয় না। মূলত শব্দার্থের দূর্বলতাই এর প্রধান কারণ। সুতরাং আমাদের শব্দার্থ শেখার জন্য মনযোগী হতে হবে।

কুরআনের শব্দার্থের জন্য كَلِمَاتُ القُرآن বা **"আল-কুরআনের শব্দসমূহ"** এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দের জন্য الكَلِمَاتُ الحَسَنَةُ বা **"সুন্দর শব্দসমূহ"** নামে এই বইয়ের দুটি সম্পূরক বই প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আমরা বইদুটি সংগ্রহ করার অনুরোধ করছি।

- বইটির উপর ধারাবাহিক ভিডিও ক্লাস দেখতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.alquranervasha.com

- যেকোন শব্দের অর্থ জানতে www.almaany.com এবং ক্রিয়াপদের বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য www.arabicverb.com ভিজিট করুন।

- কুরআনের আয়াতসমূহের বিস্তারিত ব্যকরণগত গঠন বোঝার জন্য www.corpus.quran.com

স্টাডি প্লান

নিচে আমরা আপনাদের একটা স্টাডি প্লান দিচ্ছি। আশা করা যায় এটা শেষ করতে পারলে আপনারা আপনাদের কাংখিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেন ইন শা আল্লাহ।

আরবী বাক্যের গঠন শিক্ষা

⇩ (১০-১২ মাস)

অনুবাদ/তাফসির দেখে কুরানীয় শব্দার্থ শিক্ষা

⇩ (৮-১০ মাস)

অনুবাদ অধ্যায়ণ

⇩ (২-৩ মাস)

নিজে অর্থ করে অনুবাদের সাথে মেলানো

⇩ (৪-৬ মাস)

ভূল সংশোধন

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ (বর্ণ ও ধ্বনি) 17

১। আরবী বর্ণ حَرْفٌ ২৯ টি 17

২। স্বরধ্বনি حَرَكَةٌ এবং سَاكِنٌ 20

৩। اَلْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ (সূর্যাক্ষর) ও اَلْحُرُوْفُ الْقَمَرِيَّةُ (চন্দ্রাক্ষর) 21

৪। هَمْزَةُ الْقَطْعِ এবং هَمْزَةُ الْوَصْلِ 23

৫। إِلْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ দুই সাকিনের মিলন 24

অধ্যায়-২ (শব্দ ও শব্দগুচ্ছ) 26

১। শব্দ বা পদ كَلِمَةٌ ৩ প্রকার 26

২। নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে اِسْمٌ এর প্রকারভেদ 26

৩। اِسْمٌ এর শেষাক্ষরের হরকতের পরিবর্তন اَلْإِعْرَابُ বা কারক ও বিভক্তি 28

৪। مُضَافٌ অধিকৃত ও مُضَافٌ إِلَيْهِ অধিকারী 31

৫। পদান্বয়ী অব্যয় حَرْفُ جَرٍّ 34

৬। সময় ও স্থানবাচক শব্দ ظَرْفٌ 36

৭। ضَمِيْرٌ সর্বনাম 39

অধ্যায়-৩ (বাক্য গঠন) 45

১। هٰذَا/هٰذِهِ এবং ذٰلِكَ/تِلْكَ এর ব্যবহার 45

২। বাক্য جُمْلَةٌ 47

৩। এক শব্দ বিশিষ্ট খবর اَلْخَبَرُ الْمُفْرَدُ 49

৪। জার মাজরুর খবর جَارٌ وَمَجْرُوْرٌ خَبَرٌ 52

৫। জারফ খবর ظَرْفٌ خَبَرٌ 55

৬। খবর হিসেবে নামপ্রধান বাক্য اَلْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ 58

৭। খবর হিসেবে ক্রিয়া প্রধান বাক্য اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ 59

৮। না-বাচক নাম প্রধান বাক্য 60

অধ্যায়-৪ (লিঙ্গ ও বচন) **62**
১। اَلْمُذَكَّرُ এবং اَلْمُؤَنَّثُ 62
২। اَلْمُفْرَدُ একবচন, اَلْمُثَنَّى দ্বিবচন, اَلْجَمْعُ বহুবচন 66
৩। كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ 78
৪। শেষে اَنْ বিশিষ্ট ইসমের লিঙ্গ ও বচন 80
৫। جَمْعُ الْجَمْعِ বহুবচনের বহুবচন 82

অধ্যায়-৫ (বিশেষণ ও বাদাল) **83**
১। نَعْتٌ বিশেষণ 83
২। بَدَلٌ وَ مُبْدَلٌ বাদাল ও মুবদাল 87

অধ্যায়-৬ (ইশারাবাচক বিশেষ্য ও সম্বন্ধ কারক সর্বনাম) **90**
১। أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ ইশারা বাচক বিশেষ্য 90
২। নাত হিসাবে ইসমুল ইশারা 92
৩। اَلْاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ সম্বন্ধ কারক সর্বনাম 93

অধ্যায়-৭ (অতীত কালের ক্রিয়া) **100**
১। اَلْفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া 100
২। مَفْعُوْلٌ بِهِ ক্রিয়ার কর্ম 102
৩। লিংগ ও বচনভেদে اَلْفِعْلُ الْمَاضِي এর বিভিন্ন রূপ 107
৪। اَلْفِعْلُ الْمَاضِي এর فَاعِلٌ বা কর্তা 111
৫। না বোধক অতীত 115
৬। অতীত কালের ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার 116

অধ্যায়-৮ (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া) **121**
১। اَلْمُضَارِعُ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া 121
২। না - বোধক বর্তমান 135
৩। না বোধক ভবিষ্যত 135
৪। বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার 137

৫। لَمْ মুদারীকে অতীত অর্থ দেয় 141
৬। একসাথে ক্রিয়ার কাল 142

অধ্যায়-৯ (আদেশ ও নিষেধ) 144
১। أَمْرٌ আদেশ 144
২। نَهْيٌ নিষেধ 147
৩। لَامُ الْأَمْرِ তৃতীয়পুরুষে ও প্রথমপুরুষে আদেশ ও নিষেধ 149

অধ্যায়-১০ (ক্রিয়া সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়) 153
১। الْمَصْدَرُ ক্রিয়া বিশেষ্য 153
২। مَفْعُولٌ فِيهِ ক্রিয়া সংঘটনের সময়/স্থান 162
৩। مَفْعُولٌ لَهُ ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ 163
৪। مَفْعُولٌ مَعَهُ ক্রিয়া সংঘটনের সাথী 164
৫। الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ অসমাপিকা ক্রিয়া 165
৬। ক্রিয়ার সাথে হারফ জার 167
৭। ক্রিয়ার সাথে বিভিন্ন উপসর্গ 168

অধ্যায়-১১ (প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর) 172
১। الْإِسْتِفْهَامُ প্রশ্নবোধক শব্দ 172
২। প্রশ্নের উত্তরে بَلَى، لَا، نَعَمْ ইত্যাদির ব্যবহার 173
৩। أَيٌّ (কোন) শব্দের ব্যবহার 174
৪। প্রশ্ন করতে كَمْ [কত] শব্দের ব্যবহার 174
৫। প্রশ্নবোধক বাক্যে أَمْ ও أَ ব্যবহার 176
৬। প্রশ্নবোধক أَ এর পরে لَا 177
৭। প্রশ্নবোধক أَ এর পূর্বে সংযোজক وَ বসে না 177
৮। প্রশ্নবোধক مَا এর পূর্বে حَرْفُ جَرٍّ 177

অধ্যায়-১২ (বিবিধ শব্দের ব্যবহার) 180
১। إِنَّ এর ব্যবহার 180

২। যে অর্থে أَنْ এর ব্যবহার 183
৩। كَانَ এর ব্যবহার 184
৪। لَيْسَ এর ব্যবহার 188
৫। طَفِقَ ، جَعَلَ ، أَخَذَ এর ব্যবহার 190
৬। لَا يَزَالُ এর ব্যবহার 191
৭। ذُوْ এর ব্যবহার 192
৮। أَوْ এবং أَمْ এর ব্যবহার 195
৯। لِأَنَّ ও فَإِنَّ এর ব্যবহার 196
১০। أُخْرَى ও آخَرُ এর ব্যবহার 197
১১। أَحَدُهُمَا...وَالْآخَرُ এর ব্যবহার 198
১২। إِمَّا.... وَأَمَّا এর ব্যবহার 199
১৩। مُنْذُ এর ব্যবহার 200
১৪। مِنْ قَبْلُ এর ব্যবহার 200
১৫। أَوْشَكَ-يُوْشِكُ শব্দের ব্যবহার 201
১৬। সম্ভব অর্থে أَمْكَنَ - يُمْكِنُ এর ব্যবহার 202
১৭। أَظُنُّ এর ব্যবহার 203
১৮। بَيْنَ এর ব্যবহার 204
১৯। أَمَّا এর ব্যবহার 206
২০। إِنَّمَا এর ব্যবহার 207
২১। كَ এর ব্যবহার 208
২২। كُلُّ এর ব্যবহার 209
২৩। بَلْ শব্দের ব্যবহার 210
২৪। لَمَّا এর ব্যবহার 211
২৫। لَدَى এর ব্যবহার 212
২৬। কাছে / দিকে অর্থে عَلَى এর ব্যবহার 213
২৭। حَتَّى শব্দের ব্যবহার 213
২৮। وَ এর বিভিন্ন ব্যবহার 214
২৯। مَا এর বিভিন্ন ব্যবহার। 216

৩০। كِلَا "উভয়" পুং এবং كِلْتَا "উভয়" স্ত্রী এর ব্যবহার 218
৩১। هَاهُوذَا এর ব্যবহার 220
৩২। সাবধান করতে إِيَّاكَ 220
৩৩। অবশ্যই অর্থে لَا بُدَّ এর ব্যবহার 221
৩৪। সন্দেহ অর্থে رَأَى - يَرَى এর ব্যবহার 222
৩৫। عَسَى এর ব্যবহার 223
৩৬। لَكِنْ শব্দের ব্যবহার 224
৩৭। إِذَنْ শব্দের ব্যবহার 224
৩৮। جَعَلَ এর বিভিন্ন ব্যবহার 225
৩৯। الْ এর বভিন্ন ব্যবহার 226
৪০। هَاءَ এর ব্যবহার 227
৪১। "ধরো" বা "লও" অর্থে إِلَيْكَ، عَلَيْكَ ইত্যাদির ব্যবহার 227
৪২। تَعَالَ শব্দের ব্যবহার 228
৪৩। هَبْ এবং تَعَلَّمْ এর ব্যবহার 229
৪৪। هَاتِ এর ব্যবহার 229
৪৫। هَلَّا এর ব্যবহার 230

অধ্যায়-১৩ (বিবিধ নিয়ম) 231
১। الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ মাবনী 231
২। الْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ দ্বিত্ব 232
৩। الْأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ পাঁচটি বিশেষ বিশেষ্য 234
৪। الْمَنْقُوصُ মানকুস 235
৫। خَبَرٌ ও مُبْتَدَأٌ 236
৬। একাধিক শব্দের মুদাফ ইলাইহি 238
৭। ضَمِيرُ الْفَصْلِ পৃথকীকরণ সর্বনাম 239
৮। الْإِخْتِصَاصُ বা সর্বনামকে নির্দিষ্ট করণ 240
৯। মুক্ত সর্বনামগুলোর মানসুব অবস্থা 240
১০। اَلْ বিশিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য 242

১১। اِسْمُ الْفِعْلِ ক্রিয়াবাচক নাম 242
১২। ক্ষুদ্রতর অর্থে ইসমের পরিবর্তন 243
১৩। অনেকের মধ্যে একজন 243
১৪। আংশিক কিছু বোঝাতে 244
১৫। يَكُنْ, تَكُنْ, أَكُنْ, نَكُنْ এই চারটি মাজ্জুম এর نْ উঠে গিয়ে يَكُ, تَكُ, أَكُ, نَكُ হতে পারে 244
১৬। ذٰلِكَ ، تِلْكَ ، أُولٰئِكَ এর كَ কে كِ، كُمْ، كُنَّ দ্বারা পরিবর্তন 244
১৭। রোগের আরবী 245
১৮। স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে হারফ জার তুলে দেওয়া 245
১৯। لَا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ সমষ্টিগতভাবে না বোঝাতে 246
২০। لَا الْعَاطِفَةُ لَا সংযোজক 248
২১। بَدَلٌ এর প্রকারভেদ 249
২২। نَعْتٌ এর বিভিন্ন প্রকার 250
২৩। প্রশংসা ও ঘৃনা প্রকাশক শব্দসমূহের ব্যবহার 250
২৪। النَّعْتُ السَّبَبِيُّ নিমিত্তবাচক বিশেষণ 252
২৫। দ্বিকর্মক ক্রিয়া 253
২৬। الْفِعْلُ الْجَامِدُ যামিদ ক্রিয়া 254
২৭। اَلْمَنْسُوْبُ বিশেষ্যের বিশেষণ 254
২৮। اَلْمَفْعُوْلُ غَيْرُ الصَّرِيْحِ গৌণ কর্ম 256
২৯। বিপরীত লিঙ্গের কর্তা 256
৩০। এই অর্থে ذٰلِكَ 257
৩১। مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ এর অর্থ 257
৩২। যারফ প্রকাশক শব্দ 257
৩৩। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে আলিফ এর রুপ 258
৩৪। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে ء এর চেয়ার 259

অধ্যায়-১৪ (বিবিধ অব্যয়) **261**
১। حَرْفُ الْعَطْفِ এর ব্যবহার 261
২। حَرْفُ النِّدَاءِ সম্বোধনের অব্যয় 262

অধ্যায়-১ (বর্ণ ও ধ্বনি)

একটা ভাষার মৌলিক উপাদান বাক্য আর বাক্যের মৌলিক উপাদান হল বর্ণ বা ধ্বনি। আরবী ভাষায় মোট বর্ণ রয়েছে ২৯ টি। আসুন বন্ধুরা আমরা প্রথমেই বর্ণগুলো মুখস্থ করে নিই।

১। আরবী বর্ণ حَرْفٌ ২৯ টি

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي

শব্দের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে অক্ষরগুলোর রূপ সর্বদা এক নয়। যেমন, নিচের শব্দ গঠনের উদাহরণ লক্ষ্য করি,

كِ + تَ + ا + بٌ = كِتَابٌ	قَ + لَ + مٌ = قَلَمٌ
يَ + وْ + مٌ = يَوْمٌ	بَ + حْ + رٌ = بَحْرٌ
رَ + سُ + وْ + لٌ = رَسُوْلٌ	عَ + شَ + ا + ءٌ = عَشَاءٌ
طَ + ا + لِ + بٌ = طَالِبٌ	مَ + سْ + جِ + دٌ = مَسْجِدٌ

তাহলে আমাদের জানতে হবে শব্দে বর্ণগুলো কেমন রূপে থাকে। এজন্য আমরা নিম্নের চার্টে শব্দে নিজ অবস্থান অনুযায়ী বর্ণগুলোর বিভিন্ন রূপ দেখি,

বর্ন	শুরুতে	উদাহরণ	মধ্যে	উদাহরণ	শেষে	উদাহরণ
ا	ا	اللهُ	ـا	مَاءٌ	ـا	دُنْيَا
					ـى	مُوْسَى
ب	بـ	بَيْتٌ	ـبـ	بِئْرٌ	ـب	كَلْبٌ

ت	تـ	تَعْلِيْمٌ	ـتـ	كِتَابٌ	ـت	فُرَاتٌ
					ـة	جَنَّةٌ
					ـهَ	حَيَاةٌ
ث	ثـ	ثَاقِبٌ	ـثـ	غُثَاءٌ	ـث	مَبْثُوثٌ
ج	جـ	جَهَنَّمُ	ـجـ	مَجْنُونٌ	ـج	خَرَجَ
ح	حـ	حُورٌ	ـحـ	بَحْرٌ	ـح	فَتْحٌ
خ	خـ	خَالِدٌ	ـخـ	مُخْرِجٌ	ـخ	رَاسِخٌ
د	د	دِيْنٌ	ـد	مَدِينَةٌ	ـد	مَوْلُودٌ
ذ	ذ	ذَكِيٌّ	ـذ	مَذْهَب	ـذ	لَذِيْذٌ
ر	ر	رَحِيْمٌ	ـر	غُرْفَةٌ	ـر	أَمْرٌ
ز	ز	زَيْتُونٌ	ـز	تَنْزِيلٌ	ـز	عَزِيزٌ
س	سـ	سَمَكٌ	ـسـ	مَسْجِدٌ	ـس	شَمْسٌ
ش	شـ	شَرْحٌ	ـشـ	بَشَرٌ	ـش	عَرْشٌ
ص	صـ	صَمَدٌ	ـصـ	نَصْرٌ	ـص	قَصٌّ
ض	ضـ	ضَالٌّ	ـضـ	فَضْلٌ	ـض	أَرْضٌ
ط	طـ	طَائِرٌ	ـطـ	مَطَرٌ	ـط	مُحِيطٌ
ظ	ظـ	ظَنٌّ	ـظـ	عَظِيمٍ	ـظ	غَيْظٌ
ع	عـ	عَلَقٌ	ـعـ	كَعْبَةٌ	ـع	مَطْلَعٌ

غ	غـ	غَنِيٌّ	ـغـ	أَغْنَى	ـغ	بَالِغٌ
ف	فـ	فَخْرٌ	ـفـ	مَحْفُوظٌ	ـف	لَتِيْفٌ
ق	قـ	قَمَرٌ	ـقـ	سَقِيمٌ	ـق	خَلْقٌ
ك	كـ	كَبِيْرٌ	ـكـ	مَكْرٌ	ـك	عَلَيْكَ
ل	لـ	لَحْمٌ	ـلـ	بَلَدٌ	ـل	قَلِيْلٌ
م	مـ	مَعْبُودٌ	ـمـ	حَمِيْمٌ	ـم	رَحِيْمٌ
ن	نـ	نَجْمٌ	ـنـ	بِنْتٌ	ـن	رَحْمَانٌ
ه	هـ	هٰذَا	ـهـ	هُمْ	ـه	فِيْهِ
و	و	وَدُوْدٌ	ـو	كُوْبٌ	ـو	هُوَ
ي	يـ	يَوْمٌ	ـيـ	عَيْنٌ	ـي	كُرْسِيٌّ
ء	أ	أَسْلَمَ	ء	جَاءَهُ	ء	مَاءٌ
	إ	إِسْلَامٌ	ؤ	مُؤْمِنٌ	ؤ	جَرُؤَ
			ئـ	عَائِشَةُ	ئ	شَيْءٌ
			ـأ	بَأْسٌ	أ	قَرَأَ

অনুশীলনী-১.১

নিচের অক্ষরগুলো দিয়ে শব্দ তৈরী কর

	= ة+ف+ئ+ا+ط		= ء+ا+م
	= ة+ن+س		= ي+س+ر+ك

ب+ي+ت =		م+س+ل+م =	
ح+د+ي+ق+ة =		ك+ا+ف+ر =	
م+د+ر+س+ة =		ع+ق+ي+د+ة =	
ا+ل+ ع+ر+ب+ي+ة =		ل+س+ا+ن =	
ا+ل+ج+ن+ة =		ج+س+م =	
ا+ل+إ+س+ل+ا+م =		ل+ح+ي+ة =	

যদিও আমরা বর্ণগুলো দিয়ে শব্দ তৈরী করতে পেরেছি তবে অনেকেই কিন্তু শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারিনি তাই না? এর কারন হলো উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্বরধ্বনি (Vowel Sign) ওখানে দেওয়া নাই। আসুন আমরা স্বরধ্বনি সম্পর্কে জানি,

২। স্বরধ্বনি حَرَكَةٌ এবং سَاكِنٌ

আরবীতে حَرَكَةٌ বা স্বরধ্বনি ৩ টিঃ

◌ُ	◌ِ	◌َ
ضَمَّةٌ পেশ	كَسْرَةٌ যের	فَتْحَةٌ যবর
'উ' ধ্বনি যেমন, بُ = বু	'ই' ধ্বনি যেমন, بِ = বি	'আ' ধ্বনি যেমন, بَ = বা

হরকত দুইবার করে আসলে সেটাকে বলা হয় تَنْوِيْنٌ তানয়ীন। যেমনঃ

দুই পেশে 'উন' ধ্বনি যেমন,	দুই যেরে 'ইন' ধ্বনি যেমন,	দুই যবরে 'আন' ধ্বনি যেমন,
بٌ = বুন	بٍ = বিন	بً = বান
سٌ = সুন	سٍ = সিন	سً = সান

স্বরধ্বনি অনুপস্থিত থাকলে সেখানে সাকিন سَاكِنٌ(ْ) [বা আমরা যেটাকে বলি 'জজম'] দিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ

فِيْ=فِيْ	ذَهَبُوا= ذَهَبُوْا	قُم= قُمْ	بَيَنَ= بَيْنَ	مِن= مِنْ
ফী	যাহাবু	কুম	বাইনা	মিন

বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা এমন একটা ব্যাপার দেখব যা ছোটবেলা থেকেই আমরা জানি তবে খেয়াল করিনি। একদমই নতুন কিছু নয়। যেমন ধরেন اَلشَّمْسُ একে আমরা পড়ি আশ-শামসু। কিন্তু আল-শামসু এভাবে পড়ি না। অনুরূপভাবে اَلرَّحْمَانُ একে আমরা পড়ি আর-রহমান এবং আল-রহমান এভাবে পড়ি না। এই ব্যাপারটাই এখন ব্যাকরণের ভাষায় দেখব।

৩। اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ (চন্দ্রাক্ষর) ও اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ (সুর্যাক্ষর)

আরবী বর্ণের মধ্যে ১৪ টি বর্ণ এমন যে তাদের পুর্বে اَلْ আসলে ل উচ্চারিত না হয়ে ঐ অক্ষরের উপর তাশদিদ হয়। এ ধরণের অক্ষর গুলোকে সুর্যাক্ষর বলে। আর বাকী ১৪ টি বর্ণের ক্ষেত্রে পুর্বের ل উচ্চারিত হয় যাদেরকে চন্দ্রাক্ষর বলা হয়।

اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ চন্দ্রাক্ষর			اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ সূর্যাক্ষর		
উদাহরণ	উচ্চারণ	অর্থ	উদাহরণ	উচ্চারণ	অর্থ
أ: اَلْأَبُ	আল-আবু	পিতা	ت: اَلتَّاجِرُ	আত-তাজিরু	ব্যবসায়ী
ب: اَلْبَابُ	আল-বাবু	দরজা	ث: اَلثَّوبُ	আস-সাওবু	জুব্বা
ج: اَلْجَنَّةُ	আল-জান্নাতু	বাগান	د: اَلدِّيكُ	আদ-দিকু	মোরগ
ح: اَلْحِمَارُ	আল-হিমারু	গাধা	ذ: اَلذَّهَبُ	আয-যাহাবু	স্বর্ন
خ: اَلْخُبْزُ	আল-খুবজু	রুটি	ر: اَلرَّجُلُ	আর-রজুলু	পুরুষ
ع: اَلْعَيْنُ	আল-আইনু	চোখ	ز: اَلزَّهْرَةُ	আঝ-ঝাহরাতু	ফুল
غ: اَلْغَدَاءُ	আল-গদাউ	দুপুরের খাবার	س: اَلسَّمَكُ	আস-সামাকু	মাছ
ف: اَلْفَمُ	আল-ফামু	মুখ	ش: اَلشَّمْسُ	আশ-শামসু	সূর্য
ق: اَلْقَمَرُ	আল-কমারু	চাঁদ	ص: اَلصَّدْرُ	আস-সদরু	বক্ষ
ك: اَلْكَلْبُ	আল-কালবু	কুকুর	ض: اَلضَّيْفُ	আদ-দইফু	অতিথি
م: اَلْمَاءُ	আল-মাউ	পানি	ط: اَلطَّالِبُ	আত্ব-ত্বলিবু	ছাত্র
و: اَلْوَلَدُ	আল-ওলাদু	বালক	ظ: اَلظَّهْرُ	আয-যাহরু	পিঠ
ه: اَلْهَوَاءُ	আল-হাওয়াউ	বাতাস	ل: اَللَّحْمُ	আল-লাহমু	গোস্ত
ي: اَلْيَدُ	আল-ইয়াদু	হাত	ن: اَلنَّجْمُ	আন-নাজমু	তাঁরা

অনুশীলনী-১.২

নিচের আয়াতগুলো থেকে اَلْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ , اَلْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ চিহ্নিত কর।

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [٥٥:٥] وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ [٥٥:٦]
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ [١١٤:٦]
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ [٧٨:٢]

৪। هَمْزَةُ الْقَطْعِ এবং هَمْزَةُ الْوَصْلِ

আরবীতে কোন কোন শব্দে ا কখনো উচ্চারিত হয় আবার কখনো উচ্চারিত হয় না, এরুপ ا কে هَمْزَةُ الْوَصْلِ বলে। যথা: اللهُ শব্দের ا। আবার কোন কোন শব্দের ا সবসময় উচ্চারিত হয় এরুপ ا কে هَمْزَةُ الْقَطْعِ বলে।

هَمْزَةُ الْوَصْلِ তে হরকত থাকে না আর هَمْزَةُ الْقَطْعِ তে হরকত থাকে। নিম্নে এগুলোর কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

উচ্চারণ	هَمْزَةُ الْوَصْلِ	উচ্চারণ	هَمْزَةُ الْقَطْعِ
হুয়াবনুল মুদাররিসি	هُوَ ابْنُ الْمُدَرِّسِ	মিন আইনা আন্তা?	مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟
বায়তুল্লাহি	بَيْتُ اللَّهِ	ইলাইহিম	إِلَيْهِمْ
ছুম্মাযহাব	ثُمَّ اذْهَبْ	আসলামা আহমাদু	أَسْلَمَ أَحْمَدُ

তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন,

ক) বহুবচনের مْ এর পরে ال আসলে مُ হবে। যেমন,

রুপান্তরিত উচ্চারন	দুই সাকিনের মিলন
وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ	وَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ

খ) مْ এর পর সর্বনাম (যেমন هُ) আসলে একটা অতিরিক্ত و যোগ করতে হয়।

أَرَأَيْتُمُوْهُ؟	أَرَأَيْتُمْ + هُ ؟

গ) مِنْ এর نْ সর্বদা نَ হবে।

রুপান্তরিত উচ্চারন	দুই সাকিনের মিলন
مِنَ الْبَيْتِ	مِنْ الْبَيْتِ

ঘ) اْ এর আগে যবর, وْ এর আগে পেশ এবং يْ এর আগে যের হলে উচ্চারণে اْ وْ يْ বাদ যাবে।

রুপান্তরিত উচ্চারন	দুই সাকিনের মিলন
كِتَابَا الْوَلَدِ	كِتَابَاْ الْوَلَدِ
اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ	اُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ
فِي الْبَيْتِ	فِيْ الْبَيْتِ